গোসলের আহকাম

গোসলের পরিচয়

(الغُسْلُ) ‘গোসল’ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো: ধৌত করা, পানি প্রবাহিত করা।

শরঈ পরিভাষায় গোসল বলা হয়, إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص

“পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে সমস্ত শরীর ধৌত করা।”

গোসলের প্রকার

- ফরজ
- সুন্নাত
- মুস্তাহাব

নিম্নোক্ত অবস্থায় গোসল করা সুন্নাত

- জুমার জন্য গোসল করা সুন্নাত। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل

'যে ব্যক্তি জুমার জন্য আসলো সে যেনো গোসল করে নেয়।' (সহীহ মুসলিম)

- দুই ঈদের সালাতের জন্য গোসল করা সুন্নাত।
- আরাফাতে অবস্থানের জন্য সকালে (পূর্বাহ্নে) গোসল করা সুন্নাত।

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر

''রাসূলুল্লাহ সা. জুমা-আরাফা, ঈদুল ফিতর এবং ইদুল আযহার দিন গোসল করতেন।'' মুসনাদে আহমদ 4/78

- হজ্ব ও উমরার জন্য গোসল করা সুন্নাত।

যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. থেকে বর্ণিত, 'তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইহরামের উদ্দেশ্যে কাপড় পরিত্যাগ করতে ও গোসল করতে দেখেছেন।'

নিম্নোক্ত অবস্থায় গোসল করা মুস্তাহাব।

নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর জন্য গোসল করা মুস্তাহাব ।

১. শাবানের পনের তারিখ রাত্রে । ২. কদরের রাত্রে । ৩. সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামাযের জন্য । ৪. ইস্তেস্কার নামাযের জন্য । ৫. ভয় - শংকা কালে । ৬ . ঘোর অন্ধকারের সময় । ৭. প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময় । ৮. নতুন কাপড় পরিধানের সময় ৯. পাপ থেকে তওবা কারীর জন্য । ১০. সফর থেকে প্রত্যাবর্তন কারীর জন্য ১১. মদীনা প্রবেশে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য । ১২. মক্কা প্রবেশে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য । ১৩. কুরবানীর দিন সকালে মুযদালিফায় অবস্থান করার জন্য । ১৪. তওয়াফে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে । ১৫. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দান কারীর জন্য । ১৬. শিঙ্গা লাগানোর পর । ১৭. বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর । তদ্রুপ মাতাল ও অচেতন ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করার পর গোসল করা মুস্তাহাব । ১৮. পবিত্র অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ কারীর জন্য । কিন্তু যে ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছে তার জন্য গোসল করা ফরয ।

গোসলের ফরজ

১. গড়গড়াসহ কুলি করা

২. নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌছানো

৩.পুরো শরীরে পানি পৌছানো

১-২. কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া:

ইবনে আব্বাস রাযি. তিনি তাঁর খালা মাইমূনা রাযি. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم مضمض واستنشق

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি সহবাস জনিত নাপাকির গোসল করলেন। তিনি বাঁ হাত দিয়ে পানির পাত্র ডান হাতের উপর কাত করলেন, উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুলেন, অতঃপর পানির পাত্রে হাত ঢুকিয়ে পানি তুলে লজ্জাস্থানে দিলেন, অতঃপর দেয়ালে অথবা মাটিতে হাত ঘষলেন, অতঃপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন (এবং মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন, অতঃপর তিনবার মাথায় পানি ঢাললেন। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢাললেন। অতঃপর (গোসলের) জায়গা থেকে সরে গিয়ে উভয় পা ধৌত করলেন।") তিরমিযী-১০৩

৩. পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করা:

وإن كنتم جنباً فاطهروا

"তোমরা যদি নাপাক (জানাবাত) অবস্থায় থাকো, তবে নিজেদের দেহ (গোসলের মাধ্যমে) ভালোভাবে পবিত্র করে নাও।"
সুরা মায়েদা, আয়াত নং- ৬

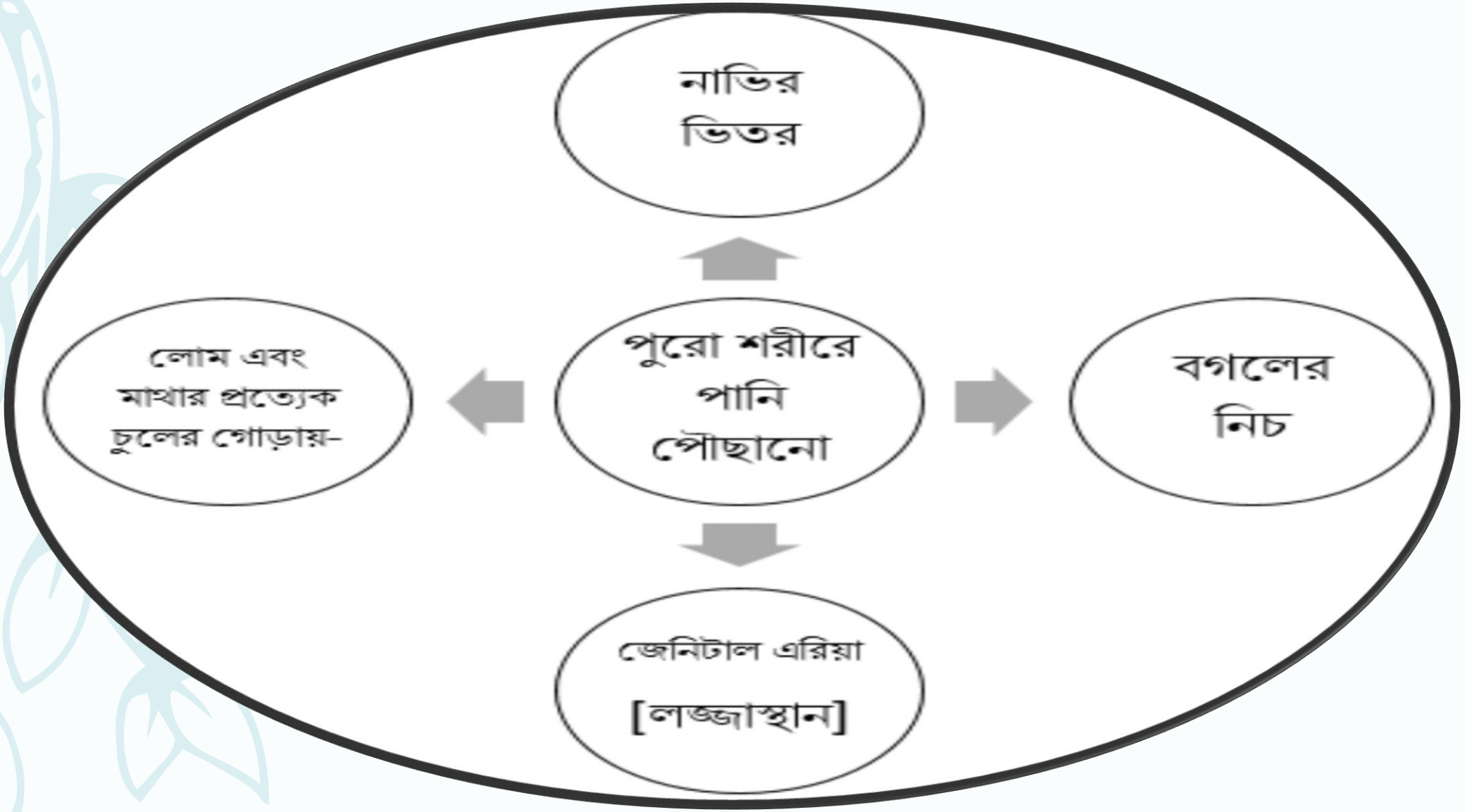
নাভির ভিতর
লোম এবং মাথার প্রত্যেক চুলের গোড়ায়-
পুরো শরীরে পানি পৌছানো
বগলের নিচ
জেনিটাল এরিয়া [লজ্জাস্থান]

৪. পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করা:

- পুরো শরীর ব্যাপক একটি শব্দ, এর মধ্যে চুল, লোম সবই অন্তর্ভূক্ত। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ

"প্রতিটি চুলের নীচে নাপাকি আছে। অতএব চুলগুলো ভাল করে ধৌত কর এবং শরীর ভাল করে পরিষ্কার কর।" তিরমিযী- ১০৬

- অনুরূপভাবে লজ্জাস্থানের আশ পাশেও পানি পৌছানো ফরয। যেমনটি হাদীসে এসেছে,

ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه

"অতঃপর পানির পাত্রে হাত ঢুকিয়ে পানি তুলে লজ্জাস্থানে দিলেন"

তবে যেসব স্থানে পানি পৌছানো স্বভাবত কঠিন এবং কষ্টসাধ্য সেগুলি পানি পৌছানোর দরকার নেই; যেমন চোখের ভিতরের অংশ, গুহ্যদ্বার ইত্যাদি। ফিকহুল ইবাদাহ লিন নাজাহ আল হালাবী - ৫১

- মাথার চুলের গোড়ায়ও পানি পৌছানো ফরয এবং পুরুষের জন্য চুলের- বেণী খোলা আবশ্যক তবে যদি কোনো নারী তার বেণী না খুলে মাথায় পানি ঢেলে দেয় এবং তার সে পানি চুলের গোড়ায় পৌঁছে যায়, তবে তার গোসল হয়ে যাবে।

উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাথার চুলে শক্ত বেনী বাঁধি। আমি কি নাপাকি গোসল করার সময় তা খুলে ফেলবো?

لاَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِينَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ

“তিনি বললেনঃ না, তুমি তোমার মাথায় তিন বার পানি ঢাল, তারপর তোমার সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত কর এবং এভাবে পবিত্র হও। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বললেন, এভাবে তুমি নিজেকে পবিত্র করলে।” তিরমিযী-১০৫

গোসল শুরু করার পূর্বের সুন্নাহ

- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা। সহীহ বুখারি, হাদিস নং- ১
- কাপড় বা শরীরে নাপাকি লেগে থাকলে তা গোসলের আগে ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া। নাপাকী না থাকলেও গুপ্তাঙ্গ ধৌত করা। আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

“রাসুলুল্লাহ্ (সা.) যখন অপবিত্রতা থেকে গোসল করতেন তখন প্রথমে দুই হাত ধুতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুতেন। তারপর সালাতের অযূর মত অযূ করতেন। তারপর পানি নিয়ে তাঁর আঙ্গুলগুলো চুলের গোড়ায় ঢুকাতেন। এমনিভাবে যখন মনে করতেন যে, চুল ভিজে গেছে তখন মাথায় তিন আজল (দুই হাতের তালু ভরা) পানি ঢালতেন। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিতেন। তারপর তাঁর উভয় পা ধুয়ে ফেলতেন। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪৭৪

- উভয় হাতকে প্রথমে কবজি পর্যন্ত ধৌত করা। যেমন অযুতে ধৌত করা হয়।
- সালাতের অযুর ন্যায় ভালোভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে অযু করা, তবে পদযুগল না ধুয়ে গোসল শেষে তা ধৌত করা। মায়মূনা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

غَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلم يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ

"নবী সা. (গোসল করার সময়) উভয় হাত দু' বা তিন বার ধুয়েছেন। অতঃপর কুলি করেছেন। নাকে পানি দিয়েছেন। মুখ মণ্ডল ও হস্তদ্বয় ধৌত করেছেন। মাথা তিন বার ধুয়েছেন। পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করেছেন। অতঃপর পূর্বস্থান ছেড়ে অন্যত্র সরে গিয়ে পদযুগল ধুয়েছেন।" সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৭

গোসল এর মধ্যের সুন্নাহ

সমস্ত শরীর তিনবার ধৌত করা: সর্ব প্রথম মাথায় পানি ঢালবে। তারপর ডান কাঁধে তারপর বাম কাঁধে পানি ঢালবে। তারপর বাকি সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা।

- পুরো শরীর ঘষে-মেজে পরিস্কার করা। ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঋতুস্রাব পরবর্তী গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,

تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُوْرَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيْدًا.

“বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর মাথায় পানি ঢেলে খুব ভালোভাবে মলবে।” সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৩৩২

- ফরজ কাজগুলোর মাঝে ক্রম বা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

গোসলের সময় লক্ষণীয়।

- গোসলের সময় কথাবার্তা না বলা উচিত। বিশেষ প্রয়োজন হলে অন্য কথা।
- লোক সমাগম স্থানে গোসল না করা। মায়মূনা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَتَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْـجَنَابَةِ.

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছি। এমতাবস্থায় তিনি জানাবাতের গোসল করেছেন।" সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ২৮১

- উলংগ অবস্থায় কেবলামুখী হয়ে গোসল না করা ।
- পানির অপচয় না করা।
- যথাসম্ভব শরীর ঢেকে গোসল করা।